বললেন ফুল হাতে নিয়ে আসবে ইনশাল্লাহ। আর তখন আম্মা বললেন, তুমি আমার পক্ষ থেকে ওকে আদর করে দিও।

আমার বড় ভাই তাজদীদ তখন বললেন, আপনি তো শহীদ হতে যাচ্ছেন। জান্নাতে শহীদের প্রবেশের সময় অনেকের জন্য আপনার সুপারিশ করার সুযোগ থাকবে। আপনি সেই তালিকায় আমাদের রাখবেন।

তারপর পুত্রবধুদের উদ্দেশ্য করে আব্বা বললেন, আমার বউমাদের আমি সেভাবে আদর করতে পারিনি। বউমা'রাতো মা-ই। আমাদের বাংলা ভাষায় তো সেভাবেই বলে, বউ-মা।এই সময়, তিনি সকল পুত্রবধুর বাবা-মা'র খোঁজ-খবর নেন এবং তাদের প্রত্যেককে তার পক্ষ থেকে সালাম জানান। পুত্রবধুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি তোমাদের প্রতি সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারি-নি। বিশেষ করে ছোট বউ-মা জেরিনকে আমি খুব একটা সময় দিতে পারিনি। কেননা, ওর বিয়ের কয়েকদিন পরেই তো আমি এখানে চলে আসি। এই সময় তিনি সকল পুত্রবধুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাদের প্রতি ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও।

ঠিক একইভাবে আমার মেয়ে জামাই ফুয়াদ আর মেয়েকেও আমি সেভাবে সময় দিতে পারিনি। ওদেরকে নিয়ে একবেলাও একত্রে খাবার খাওয়ারও সুযোগ হয়নি। এই সময় তিনি মেয়ে জামাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বাবা তোমার ভূমিকায় ও দায়িত্বপালনে আমি সন্তুষ্ট। তোমার মা-বাবাকে আমার সালাম পৌছে দেবে। প্রতিউত্তরে মেয়ে জামাই বলেন, আব্বু আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা আমি যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।

জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সাথে আমার কোন ভুল আচরণ হলে আপনারা আমায় মাফ করে দেবেন। নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তার সেবকদের তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং ***তার নিজের পিসির টাকাগুলো সেবকদের প্রয়োজন মাফিক বন্টন করে দেন এবং সেই ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।***

নিজামী সাহেব ও সাঈদী সাহেব সহ আরও যারা আছেন সবাইকে তিনি সালাম পৌঁছে দিতে বলেন।

দেশবাসীকে তিনি সালাম দেন এবং সকলের কাছে দোয়া চান। সর্বশেষে তিনি তার শাহাদাত কবুলিয়াতের জন্য দোয়া করেন। এরপর তিনি সকলের সাথে একে একে হাত মিলিয়ে বিদায় জানান।

(লেখাটি শহীদের ছোট ছেলে আলী আহমাদ মাবরুরের একটি লেখনী থেকে সংগৃহীত)

জানাযা ও দাফন

নিজের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পাশেই পশ্চিম খাবাসপুরে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের নামে হত্যার পর তার কফিনবাহী গাড়ি ভোর সাড়ে ৬টায় পৌছে তার নিজ বাড়ীতে। প্রশাসনের কড়াকড়ির মধ্যেও হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে প্রিয় নেতাকে শেষবারের মতো দেখার জন্য। আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যে জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করতে সময় বেধে দেয়। নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন শহীদ মুজাহিদের বড় ভাই আলী আফজাল মোহাম্মদ খালেছ। পুলিশ র‍্যাবের বাড়াবাড়ির মাঝেও হাজার হাজার নারী পুরুষের ঢল নামে পশ্চিম খাবাসপুরে। পরবর্তীতে ওই দিনই আরো ৪টি গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মানুষের কান্না আর আহাজারী আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠে।

শুধু পশ্চিম খাবাসপুরেই নয়, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন চাঁন জামে মসজিদ, চট্টগ্রামের প্যারেড গ্রাউন্ড, সিলেট আলিয়া মাদরাসা ময়দানসহ সারাদেশেই হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আইন শৃংখলা বাহিনীর হুমকি, ইমামসহ মুসল্লীদের গ্রেফতারের পরও প্রতিটি জানাযায়ই স্বত:স্ফুর্ত মানুষের অংশগ্রহন ছিল লক্ষণীয়। সরকার শহীদ মুজাহিদকে হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি, তার নামাজে জানাযায় আগত মুসল্লীদের গ্রেফতার করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত গায়েবানা জানাযার ইমাম মুফতি মাসুদসহ